بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের সদস্যবৃন্দ

সমাজের তরুণ প্রজন্মের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী একগুচ্ছ সমস্যার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

৪ সেপ্টেম্বর ২০২১, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ অংশের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) সদস্যদের মধ্য থেকে ১৬ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছাত্রদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ছাত্রবৃন্দ লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ মসজিদ থেকে এ সভায় যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ ধর্ম ও সমসাময়িক সমস্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসকে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়, খোদ্দাম সদস্যগণ কীভাবে একে অপরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে সংযুক্ত এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে উৎসাহিত করতে পারে।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখনই আপনারা কোন পারস্পরিক কথোপকথন-ভিত্তিক বা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, আপনাদের (খোদ্দাম) আলোচনা করা উচিত যে, একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে, আমাদের পরিচয় কী এবং আমাদের কেমন

আচরণ করা উচিত আর আমাদের দায়িত্বই বা কী? কেন আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি? তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা। আর তাই, আমাদের জোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত এটি নির্ণয় করার জন্য যে, সেই প্রকৃত শিক্ষাগুলো কী কী? ... আপনাদের পবিত্র কুরআন পাঠ করা উচিত, আর সেখান থেকে অনুসন্ধান করা উচিত যে, সেখানে কী কী আদেশ ও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আর কোন্ কোন্ বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এভাবে, আপনারা আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য জানতে এবং উপলব্ধি করতে পারবেন এবং এটি আপনাদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে সংযুক্ত থাকতে উৎসাহিত করবে, যেন আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং এটি আপনাদেরকে খিলাফতের নিকটবর্তী হতেও উৎসাহিত করবে; কেননা, যুগ-খলীফা সর্বদা আপনাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং আমাদের কাছে মসীহ্ মওউদ (আ.) কী চেয়েছেন তা সম্পর্কে অবহিত করে চলেন। সুতরাং, এভাবে আপনারা জামা'তের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারবেন।"

আরেকজন ছাত্র প্রশ্ন করেন, কীভাবে তাদের পক্ষে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত ও স্থায়ী ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনি যাদেরকে ভালবাসেন, তাদের কাছ থেকে কীভাবে ভালবাসা লাভ করতে হয়? তাদেরকে স্মরণ করার মাধ্যমে। তাদেরকে আপনার মানসপটে রেখে। তাদের জন্য ভালো কিছু করে। তারা যা দাবি করে বা বলে, তা মেনে নিয়ে। এভাবেই ভালোবাসা লাভ করা যায়। একইভাবে, এটাই সেই পদ্ধতি, যেভাবে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা লাভ করা যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি মানুষদেরকে বলে দেন যে, যদি তারা আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে চায়, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তাঁর [মহানবী (সা.)-এর] শিক্ষা, আদেশ-নিষেধ ও নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তাঁর নিকট অবতীর্ণ করেছেন। উপরন্তু, মহানবী (সা.)-এর ওপর দরূদ পাঠ করুন। এতে আপনারা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা লাভ করবেন এবং এজন্য আল্লাহ্ও আপনাদেরকে ভালবাসবেন।"

আর একজন ছাত্র হুযূর আকদাসের কাছে সেই সকল তরুণ আহমদী মুসলমানদের জন্য পরামর্শ চান, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়েও থাকো, তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পরিত্যাগ করবে না বা ভুলে যাবে না। পবিত্র কুরআন পাঠ এবং তেলাওয়াতের বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না। বরং, এই বিষয়টির ওপর জোর দিবে যে, প্রতিদিন যেন তুমি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করো। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই সকল ছেলেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, যারা ভালো প্রকৃতির এবং ধার্মিক। যদিও তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকতে পারে যারা খুব একটা ধর্মমনা নয়; কিন্তু, তারা ভালো প্রকৃতির এবং উত্তম নৈতিকতার অধিকারী। তাদেরকেও তোমার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো এবং এটা নিশ্চিত করো যে, তোমার সঙ্গীরা যেন সব সময় উত্তম প্রকৃতির হয়। সব সময় তোমার সহপাঠীদের সাথে নিজে উত্তম নৈতিকতাপূর্ণ আচরণ করো। সুতরাং, এই হলো তোমাদের দায়িত্ব। এভাবে, তোমাদের পড়াশোনার পাশাপাশি তোমরা উত্তম মানুষে পরিণত হবে, যারা মানুষের সামনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং একজন উত্তম মুসলমানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবে।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর মোকাবেলা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত হলে তা মন্দ। ... কিন্তু, আমরা যদি সেই নিয়ম মেনে না চলি যা প্রকৃতি আমাদের নিকট দাবি করে, তখন এর চূড়ান্ত ফলাফল এই হবে যে, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে বিপর্যস্ত করবো, আমরা আমাদের নিজেদেরকে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবো।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এ সম্পর্কে আরও বলেন:

"[বিশ্বে দূষণ আছে] এজন্য যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে; যেমন, চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে। তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করছে না। সুতরাং, কতখানি জ্বালানি নিঃসরণের অনুমতি দেওয়া হবে এবং আমরা একে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, সে বিষয়ে যথাযথ পরিকল্পনা করার পাশাপাশি, আমাদের বিভিন্ন দেশকে আরো গাছ লাগাতে উৎসাহিত এমনকি বাধ্য করা উচিত, যেন বায়ু দূষণ হ্রাস পায়; এবং এভাবে, এটি আমাদেরকে জলবায়ুর পরিবর্তন লাঘব করতে সহায়তা করবে।"